হজ গাইড

প্রথম আলো

ব্যক্তিগত তথ্য

নাম :

পাসপোর্ট নম্বর :

এজেন্সির নাম :

মোয়াল্লেম নম্বর : মিনায় তাঁবু নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

নোট

হজ গাইড

আলহাজ ফেরদৌস ফয়সাল

স ম্পা দ না

মুফতি শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি

প্রথম আলো

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যান। সেখানে ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, নতুন পরিবেশসহ বিভিন্ন কারণে তাঁদের অনেক সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ পালনের জন্য দরকার যথাযথ প্রস্তুতি ও জানাশোনা।

*প্রথম আলো*র জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ফেরদৌস ফয়সাল পরপর ২০ বছর হজ পালন করেছেন। এর সুবাদে মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সুযোগ হয়েছে; নানাভাবে জানার সুযোগ হয়েছে পবিত্র হজ পালনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি হজ পালন সম্পর্কে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত গাইড তৈরি করেছেন। হজ গাইডটি এবার ১৭তম বারের মতো ছাপা হচ্ছে। গত ১৬ বছরে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের মধ্যে প্রায় ২১ লাখ কপি হজ গাইড বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া *প্রথম আলো* কার্যালয় থেকে এবং ঢাকার আশকোনা হজ ক্যাম্পে হজযাত্রীদের মধ্যে এ গাইড বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়।

*প্রথম আলো*য় হজের সংবাদ পরিবেশনের জন্য পবিত্র হজের সময় সৌদি আরবে ফেরদৌস ফয়সালকে প্রতিবেদক হিসেবে পাঠানো হয়। বাংলাদেশের হজযাত্রী ও হজের খবরাখবর গুরুত্বসহকারে *প্রথম আলো*য় ছাপা হয়। হজ পালনের আগে হজের প্রস্তুতি নিয়ে ছাপা হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। সারা বছরই হজের সংবাদ প্রচারের জন্য www.prothomalo.com/religion/islam নামে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে হজ পালনের জন্য এ আয়োজন সামান্যতম হলেও যদি হজযাত্রীদের সহায়ক হয়, তবে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও আলেমদের সহায়তা নিতে পারেন হজযাত্রীরা। সব হজযাত্রীর জন্য রইল আমাদের শুভকামনা।

মতিউর রহমান
সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সূ চি প ত্র

যাঁরা হজে যাচ্ছেন	৪
প্রয়োজনীয় মালপত্র	৪
ঢাকার হজ ক্যাম্প	৬
ইহরাম	৬
ব্যাগের নিয়মকানুন	৮
ঢাকা বিমানবন্দর	৮
জেদ্দা বিমানবন্দর	৮
হজ টার্মিনাল	৯
মক্কা পৌঁছানোর পর	৯
মসজিদুল হারাম	১০
তামাত্তু হজের নিয়ম	১২
ওমরাহ ইহরাম	১২
ওমরাহ তাওয়াফ	১৩
তাওয়াফের নামাজ	১৪
সাঈ	১৫
হলক করা	১৫
তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় লক্ষণীয়	১৬
হজের ফরজ	১৬
মিনায় অবস্থান	১৬
আরাফাতে অবস্থান	১৬
মুজদালিফা	১৭
কঙ্কর মারা	১৮
দমে শোকর কোরবানি	১৮
কঙ্কর নিক্ষেপ	১৯
মিনায় রাতযাপন	১৯
বিদায়ী তাওয়াফ	১৯
কিরান হজের নিয়ম	২০
ইফরাদ হজের নিয়ম	২১
অন্যান্য পরামর্শ	২২
একনজরে হজের কার্যক্রম	২৫
দোয়া কবুলের জায়গা	২৭
কয়েকটি স্থানের পরিচয় (মাতাফ, হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইব্রাহিম, কাবার গিলাফ, কাবাঘর, মিজাবে রহমত, হাতিম, জমজম, জান্নাতুল মোয়াল্লা, জাবালে নূর, জাবালে রহমত, গারে সাওর)	২৮
হজের সময় লক্ষ করুন	৩৩
মসজিদে নববি	৩৬
রিয়াজুল জান্নাহ	৩৬
রওজা মোবারক	৩৮
সালাম পাঠ	৩৯
মদিনার ঐতিহাসিক মসজিদ	৪০
দোয়াসমূহ	৪৩
একনজরে হজের কার্যক্রম	৪৬
একজন হজযাত্রীর রুটিন	৪৮
হজে যাওয়ার আগে ১০ পরামর্শ	৪৯

যাঁরা হজে যাচ্ছেন

হজে যাচ্ছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করুন, 'হে আল্লাহ! আমার হজকে সহজ করো, কবুল করো।' দেখবেন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। হজের দীর্ঘ সফরে ধৈর্য হারাবেন না। সব ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মানসিকতা রাখবেন, তাহলে সহজে বিচলিত হবেন না।

হজের প্রস্তুতিপর্বে মাধ্যম (সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়), হজযাত্রী প্রাক্-নিবন্ধন, পাসপোর্ট তৈরি করা, হজের টাকা জমা, হজের নিয়মকানুন জানা, পরে টিকা দেওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করা, বিমানের টিকিট সংগ্রহ ও তারিখ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ করতে হয়। হজের এসব নিয়ম জানার জন্য একাধিক বই পড়তে পারেন। অথবা যাঁরা পড়তে পারেন না, তাঁরা হজে যাঁরা গেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। হজের কোনো বিষয়ে বিভিন্নতা দেখলে ঝগড়া করবেন না। আপনি যেই আলেমের ইল্‌ম ও তাকওয়ার ওপর আস্থা রাখেন, তাঁর সমাধান অনুযায়ী আমল করবেন। তবে সে অনুসারে আমল করার জন্য অন্য কাউকে বাধ্য করবেন না। আর হজে যাওয়ার জন্য পরিচিত অথবা এলাকার দলনেতার (গ্রুপ লিডার) সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

প্রয়োজনীয় মালপত্র

হজের জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহ করা দরকার। যেমন : ১. বিমানের টিকিট, ডলার/রিয়াল কেনা; ২. পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, টাকা

রাখার জন্য গলায় ঝোলানো ছোট ব্যাগ; ৩. পুরুষের জন্য ইহরামের কাপড় কমপক্ষে দুই সেট (প্রতি সেটে শরীরের নিচের অংশে পরার জন্য আড়াই হাত বহরের আড়াই গজের এক টুকরা কাপড় আর গায়ের চাদরের জন্য একই বহরের তিন গজের এক টুকরা কাপড়। ইহরামের কাপড় হবে সাদা। সুতি হলে ভালো হয় আর নারীদের জন্য সেলাইযুক্ত স্বাভাবিক পোশাকই ইহরামের কাপড়); ৪. নরম ফিতাওয়ালা স্যান্ডেল; ৫. ইহরাম পরার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হলে কটিবন্ধনী (বেল্ট); ৬. গামছা, তোয়ালে; ৭. লুঙ্গি, গেঞ্জি, পায়জামা, পাঞ্জাবি (আপনি যে পোশাক পরবেন); ৮. সাবান, পেস্ট, ব্রাশ, মিসওয়াক; ৯. নখ কাটার যন্ত্র, সুই-সুতা; ১০. থালা, বাটি, গ্লাস, ১১. হজের বই, কোরআন শরিফ, ধর্মীয় পুস্তক; ১২. কাগজ-কলম; ১৩. শীতের কাপড় (মদিনায় ঠান্ডা পড়ে); ১৪. চশমা ব্যবহার করলে অতিরিক্ত একটি চশমা (ভিড় বা অন্য কোনো কারণে ভেঙে গেলে ব্যবহারের জন্য); ১৫. বাংলাদেশি টাকা (দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে বাড়ি ফেরার জন্য); ১৬. নারীদের জন্য বোরকা; ১৭. যত দিন বিদেশে থাকবেন, সেই অনুযায়ী নিবন্ধিত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ ওষুধ নেবেন; ১৮. মোবাইল সেট (সৌদি আরবের সিম কিনে নিতে হবে); ১৯. মালপত্র নেওয়ার জন্য ব্যাগ অথবা স্যুটকেস (তালা-চাবিসহ) নিতে হবে। ব্যাগের ওপর ইংরেজিতে নিজের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর লিখতে হবে। এর বাইরে আরও কিছু প্রয়োজনীয় মনে হলে তা নিয়ম মেনে সঙ্গে নিতে হবে।

হজ করতে যাচ্ছেন—যাত্রার শুরুতে নিজেকে এমনভাবে মানসিকভাবে তৈরি করে নিন, যেন দেহ-মনে কোনো কষ্ট না থাকে। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ হলো দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত এবং

শ্রমসাধ্য ব্যাপার। মালপত্র হালকা রাখুন, কারণ নিজের মালপত্র নিজেকেই বহন করতে হবে। সঙ্গীদের সম্মান করুন, তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। দলের (গ্রুপের) দুর্বল বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। সৌদি আরবে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হারাম শরিফে জামাতে আদায়ের চেষ্টা করবেন। যাত্রার শুরুতে ভালো সফরসঙ্গী খুঁজে নেবেন, যাতে নামাজ পড়তে ও চলাফেরায় একে অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। আপনি হজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে যাচ্ছেন; সেখানকার মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে, রাস্তাঘাট অচেনা। হজযাত্রীদের সেবা করার জন্য সৌদি আরব ও বাংলাদেশ সরকার নানা রকম ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

ঢাকার হজ ক্যাম্প

- বিমানে যাত্রার আগে হজ ক্যাম্পে যত দিন অবস্থান করবেন, নিজের শরীর ও মালপত্রের প্রতি খেয়াল রাখবেন।
- কোনো টিকা বা ভ্যাকসিন নেওয়া বাকি থাকলে অবশ্যই তা নিয়ে নিন।
- বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে নিন।

ইহরাম

আপনার গন্তব্য ঢাকা থেকে মক্কায় নাকি মদিনায়, তা এজেন্সির কাছ থেকে জেনে নিন। যদি মদিনায় হয়, তাহলে এখন ইহরাম করা নয়। যখন মদিনা থেকে মক্কায় যাবেন, তখন ইহরাম করতে হবে। বেশির ভাগ হজযাত্রী আগে মক্কায় যান। যদি মক্কায় যেতে হয়, তাহলে ঢাকা থেকে বিমানে ওঠার আগে ইহরামের নিয়ত করা ভালো (কারণ,

জেদ্দায় পৌঁছানোর আগে 'মিকাত' বা ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান পার হয়ে যেতে হয়)। বিনা ইহরামে মিকাত পার হলে এর জন্য দম বা কাফফারা দিতে হবে। তদুপরি গুনাহ হবে। যদিও বিমানে ইহরামের নিয়ত করার কথা বলা হয়, কিন্তু ওই সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন। তা ছাড়া বিমানে পোশাক পরিবর্তন করাটা দৃষ্টিকটু।

ইহরাম গ্রহণের পর সাংসারিক কাজকর্ম নিষেধ। যেমন: সহবাস করা যাবে না, পুরুষদের সেলাই করা কোনো জামা, পায়জামা ইত্যাদি পরা বৈধ নয়। কথা ও কাজে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। নখ, চুল, দাড়ি-গোঁফ ও শরীরের পশমও কাটা বা ছেঁড়া যাবে না। কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। কোনো কিছু শিকার করা যাবে না।

হজ বা ওমরাহ পালনকারী ব্যক্তির জন্য বিনা ইহরামে যে স্থান অতিক্রম করা জায়েজ নয়, তা-ই হলো মিকাত। বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘরের সম্মানার্থে প্রত্যেককে নিজ নিজ মিকাত থেকে ইহরাম করতে হয়। ইহরাম ছাড়া মিকাত অতিক্রম নিষিদ্ধ। (মিকাত পাঁচটি: ১. জুল হুলায়ফা বা বীরে আলী: মদিনাবাসীর মক্কায় প্রবেশের মিকাত। ২. ইয়ালামলাম: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে জেদ্দা হয়ে মক্কায় প্রবেশের মিকাত। ৩. আল-জুহফা: সিরিয়া, মিসর এবং সেদিক থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্য মিকাত। ৪. কারনুল মানাজিল বা আসসায়েল আল-কাবির: নাজদ থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য মিকাত এবং ৫. জাতু ইর্‌ক: ইরাক থেকে আসা ব্যক্তিদের জন্য মিকাত।)

ব্যাগের নিয়মকানুন

- বিমানে উড্ডয়নকালে হাতব্যাগে ছুরি, কাঁচি, দড়ি নেওয়া যাবে না।
- হজযাত্রীর লাগেজে নিজের নাম, পাসপোর্ট নম্বর, হজ এজেন্সির নাম-ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা প্রয়োজন।

ঢাকা বিমানবন্দর

- উড্ডয়নের সময় অনুযায়ী বিমানবন্দরে পৌঁছান।
- আপনার ব্যাগ বা স্যুটকেসে কোনো পচনশীল খাবার রাখবেন না। বিমানের লাগেজে যে মালপত্র দেবেন, তা ঠিকমতো বাঁধা হয়েছে কি না, দেখে নেবেন। বিমানের কাউন্টারে মাল রাখার পর টোকেন দিলে তা যত্ন করে রাখবেন। কারণ, জেদ্দা বিমানবন্দরে ওই টোকেন দেখালে নির্দিষ্ট ব্যাগটি ফেরত পেয়ে যাবেন। ইমিগ্রেশনে চেকিংয়ের পর নিজ মালপত্র যত্নে রাখুন।
- বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বিমানের টিকিট, টিকা দেওয়ার সনদ, অন্য কাগজপত্র, টাকা (রিয়াল), বিমানে পড়ার জন্য ধর্মীয় বই ইত্যাদি গলায় ঝোলানোর ব্যাগে যত্ন করে রাখুন।

জেদ্দা বিমানবন্দর

বিমান থেকে নামার পর দেখবেন, একটি হলঘরে বসার ব্যবস্থা করা আছে। সৌদি আরবে বিমানবন্দরে নামার পর থেকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে হাজিদের মক্কা-মদিনায় পৌঁছানো, মক্কা-মদিনায় আবাসন, মিনা, মুজদালিফা, আরাফাতে থাকা-খাওয়া, যাতায়াতসহ সবকিছুর ব্যবস্থা যাঁরা করেন, তাঁদের বলা হয় মোয়াল্লেম। প্রত্যেক মোয়াল্লেমের নির্দিষ্ট নম্বর আছে। মোয়াল্লেমের কাউন্টার থেকে

মিলিয়ে নেবেন তাঁর অধীন কোন কোন হাজি সৌদি আরবে এসে পৌঁছেছেন। লাল-সবুজ পতাকা অনুসরণ করে 'বাংলাদেশ প্লাজায়' পৌঁছাবেন। হজ টার্মিনাল হজযাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। হজ টার্মিনালের চারদিক খোলা। ঐতিহ্যবাহী তাঁবুর নকশায় করা ছাদ। হজ টার্মিনালের স্থপতি কিন্তু বাংলাদেশি। নাম ফজলুর রহমান খান, যিনি এফ আর খান নামে পরিচিত।

হজ টার্মিনাল

হজ টার্মিনালের 'বাংলাদেশ প্লাজায়' গিয়ে অপেক্ষা করুন। সেখানে অজু ও নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। বসার জন্য চেয়ারও রয়েছে। প্রতি ৪৫ জনের জন্য একটি বাসের ব্যবস্থা। মোয়াল্লেমের গাড়ি আপনাকে জেদ্দা থেকে মক্কায় যে বাড়িতে থাকবেন, সেখানে নামিয়ে দেবে। মোয়াল্লেমের নম্বর লেখা (আরবিতে) কবজি বেল্ট দেওয়া হবে আপনাকে, তা হাতে পরে নেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র (যাতে পিলগ্রিম নম্বর, নাম, হজ এজেন্সির নাম ইত্যাদি থাকবে) গলায় ঝোলাবেন। জেদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছাতে দুই ঘণ্টা সময় লাগবে। চলার পথে তালবিয়া পড়ুন *লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারিকা লাক*।

মক্কায় পৌঁছানোর পর

- মক্কায় পৌঁছে আপনার থাকার জায়গায় মালপত্র রেখে ক্লান্ত থাকলে বিশ্রাম করুন। আর যদি নামাজের ওয়াক্ত হয়, নামাজ আদায় করুন। বিশ্রাম শেষে দলবদ্ধ হয়ে ওমরাহর নিয়ত করে থাকলে ওমরাহ পালন করুন।

মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ)

- কাবা শরিফে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ ও দরুদ শরিফ পড়ার পর 'আল্লাহুম্মাফতাহলি আব্ওয়াবা রহমাতিকা' পড়বেন।
- মসজিদুল হারামে কোনো নারীর পাশে অথবা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা উচিত নয়।
- দরজার সামনে নামাজ পড়া ঠিক নয়, এতে চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
- মসজিদুল হারামে (কাবা শরিফ) অনেক প্রবেশপথ আছে। সব কটি দেখতে একই রকম। কিন্তু প্রতিটি প্রবেশপথে আরবি ও ইংরেজিতে ১, ২, ৩ নম্বর ও প্রবেশপথের নাম আছে, যেমন 'কিং আবদুল আজিজ ১ নম্বর গেট'। আপনি আগে থেকে ঠিক করবেন, কোন প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকবেন বা বের হবেন। সফরসঙ্গীকেও স্থান চিনিয়ে দিন। তিনি যদি হারিয়ে যান, তাহলে নির্দিষ্ট নম্বরের গেটের সামনে থাকবেন। এতে ভেতরে ভিড়ে হারিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট স্থানে এসে সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন।
- কাবা শরিফে জুতা-স্যান্ডেল রাখার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকবেন,

মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ), মক্কা

নির্দিষ্ট স্থানে জুতা রাখার জায়গায় রাখুন। যেখানে-সেখানে জুতা রাখলে পরে খুঁজে পাওয়া কঠিন। চাইলে জুতা বহন করার ব্যাগ সঙ্গে রাখতে পারেন।

- কাবাঘরের চারটি কোণের আলাদা নাম আছে: রুকনে হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইরাকি, রুকনে শামি ও রুকনে ইয়ামেনি। হাজরে আসওয়াদ বরাবর কোণ থেকে শুরু হয়ে কাবাঘরের পরবর্তী কোণ রুকনে ইরাকি। তারপর যথাক্রমে রুকনে শামি (এই দুই কোণের মাঝামাঝি স্থান মিজাবে রহমত ও হাতিম) ও রুকনে ইয়ামেনি। এটা ঘুরে আবার হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলে তাওয়াফের এক চক্কর পূর্ণ হয়। এভাবে একে একে সাত চক্কর দিতে হয়।
- ওমরাহর নিয়মকানুন আগে জেনে নেবেন। এসব কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে হবে, যেমন: তাওয়াফ করা, নামাজ আদায় করা, জমজমের পানি পান করা, সাঈ করা (সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো), মাথা ন্যাড়া অথবা চুল ছোট করা।

ওমরাহ

হিল (হারামের সীমানার বাইরে মিকাতের ভেতরের স্থান) থেকে অথবা মিকাত থেকে ইহরামের নিয়ত করে বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা এবং মাথার চুল ফেলে দেওয়া বা ছোট করাকে 'ওমরাহ' বলে।

- ওমরাহর ফরজ: ১ ইহরাম, ২ তাওয়াফ
- ওমরাহর ওয়াজিব: ১ তাওয়াফের নামাজ, ২ সাঈ ৩. হলক করা

হজ তিন প্রকার: তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ।

- হজে তামাত্তু: হজের মাসগুলোয় (শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ) এক ইহরামে ওমরাহ শেষ করে আলাদা ইহরামে হজ পালন করাকে বলে হজে তামাত্তু।

- হজে কিরান : হজের মাসগুলোয় একই সঙ্গে হজ ও ওমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ওমরাহ ও হজ করাকে 'হজে কিরান' বলে।
- হজে ইফরাদ : শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরামের নিয়ত করে হজ করাকে 'হজে ইফরাদ' বলে।

হজের ফরজ : ১ ইহরাম, ২. আরাফাতে অবস্থান ৩. তাওয়াফ

হজের ওয়াজিব : ১ মুজদালিফায় অবস্থান, ২. দমে শোকর ৩. হলক করা ৪. সাঈ করা ৫. কঙ্কর নিক্ষেপ ৬. বিদায়ী তাওয়াফ

তামাত্তু হজের নিয়ম

১. ওমরাহর ইহরাম (ফরজ)

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সেরে অজু-গোসল করে নিতে হবে।
- মিকাত অতিক্রমের আগেই সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, অন্যটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিন।
- শুধু ওমরাহর নিয়ত করে এক বা তিনবার তালবিয়া পড়ে নিন।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারিকা লাক।

২. ওমরাহর তাওয়াফ (ফরজ)

- ইজতিবাসহ তাওয়াফ করুন। মনে রাখবেন, তাওয়াফের সময় অজু থাকা জরুরি। ইহরামের চাদর ডান বগলের নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে এনে বাঁ কাঁধের ওপর রাখাকে 'ইজতিবা' বলে।
- হাজরে আসওয়াদ সামনে রেখে তার বরাবর ডান পাশে দাঁড়ান (ডান পাশে তাকালে সবুজ বাতিও দেখতে পাবেন)। এরপর দাঁড়িয়ে তাওয়াফের নিয়ত করুন। তারপর ডানে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়াবেন, যেন হাজরে আসওয়াদ পুরোপুরি আপনার সামনে

থাকে। এরপর হাত তুলে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলুন। হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে ডান দিকে চলতে থাকুন, যাতে পবিত্র কাবাঘর পূর্ণ বাঁয়ে থাকে। পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে 'রমল' করা সুন্নত। 'রমল' অর্থ বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে ঘন ঘন কদম রেখে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা।

- রুকনে ইয়ামেনিকে সম্ভব হলে শুধু হাতে স্পর্শ করুন। চুমু খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- রুকনে ইয়ামেনি থেকে হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে 'রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ, ওয়াকিনা আযাবান্নার। ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মাআল আবরার, ইয়া আযিযু ইয়া গাফফার, ইয়া রব্বাল আলামিন' বলুন। অতঃপর হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে প্রথম চক্কর পুরো করুন।
- পুনরায় হাজরে আসওয়াদ বরাবর দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুন। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করুন।
- হাতে সাত দানার তসবি অথবা গণনাযন্ত্র রাখতে পারেন। তাহলে সাত চক্কর ভুল হবে না।
- এ সময় যেই দোয়া, সুরা, আয়াত মনে আসে তা দিয়ে দোয়া করবেন। কারণ এটা দোয়া কবুলের সময়।

৩. তাওয়াফের দুই রাকাত নামাজ (ওয়াজিব)

মাকামে ইবরাহিমের পেছনে বা মসজিদুল হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের নিয়তে (মাকরুহ সময় ছাড়া) দুই রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করুন। এটা দোয়া কবুলের সময়। এরপর জমজমের পানি পান করুন।

সাঈ: সাতটি দৌড়

৪. ওমরাহর সাঈ (ওয়াজিব)

সাফা পাহাড়ের কিছুটা ওপরে উঠে (এখন আর পাহাড় নেই, মেঝেতে মার্বেল পাথর, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত) কাবা শরিফের দিকে মুখ করে সাঈয়ের নিয়ত করে, হাত তুলে তিনবার তাকবির বলে দোয়া করুন [এটা সেই জায়গা, যেখানে হজরত হাজেরা (রা.) পানির জন্য দৌড়েছিলেন]। তারপর মারওয়ার দিকে রওনা হয়ে দুই সবুজ দাগের মধ্যে একটু দ্রুত পথ চলে মারওয়ায় পৌঁছালে এক দৌড় পূর্ণ হলো। মারওয়া পাহাড়ে উঠে কাবা শরিফের দিকে মুখ করে হাত তুলে তাকবির পড়ুন এবং আগের মতো চলে সেখান থেকে সাফায় পৌঁছালে দ্বিতীয় দৌড় পূর্ণ হলো, এভাবে সপ্তম দৌড়ে মারওয়ায় গিয়ে সাঈ শেষ করুন। প্রতি দৌড়ে সাফা ও মারওয়াতে হাত তুলে দোয়া করুন।

৫. হলক করা (ওয়াজিব)

পুরুষেরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে সম্পূর্ণ মাথা ন্যাড়া করবেন। তবে মাথার চুল ছাঁটতেও পারেন। নারীদের জন্য চুলের অগ্রভাগ থেকে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটতে হবে।

এ পর্যন্ত ওমরাহর কাজ শেষ হলো

হজের ইহরামের নিয়ত না করা পর্যন্ত ইহরামের আগের মতো সব কাজ করতে পারবেন।

তাওয়াফ ও সাঈ করার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয়

- তাওয়াফের সময় অজু থাকা জরুরি। তবে সাঈ (সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাতবার যাওয়া-আসা করা) করার সময় অজু না থাকলেও সাঈ সম্পন্ন হয়ে যাবে।
- হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সুন্নত। তা আদায় করতে গিয়ে লোকজনকে ধাক্কাধাক্কির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বড় গুনাহ। তাই তাওয়াফকালে বেশি ভিড় দেখলে ইশারায় করবেন। ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।
- তাওয়াফ শেষে সাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাঈ করুন। সাঈ সাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হয়। সাফা থেকে মারওয়া প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৌড় (মারওয়াতে ১, ৩, ৫, ৭ নম্বর দৌড়)।

৬. হজের ইহরাম (ফরজ)

হারাম শরিফ বা বাসা থেকে সেলাইবিহীন একটি সাদা কাপড় পরিধান করুন, অন্যটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিন। শুধু হজের নিয়তে তালবিয়া পড়ুন।

৭. মিনায় অবস্থান (সুন্নত)

৮ জিলহজ জোহর থেকে ৯ জিলহজ ফজরসহ মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় আদায় করুন এবং এ সময়ে মিনায় তাঁবুতে অবস্থান করুন।

৮. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান (ফরজ)

হজের অন্যতম ফরজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান। ৯ জিলহজ

তাঁবুর শহর মিনা, মক্কা

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন। মসজিদে নামিরায় জোহর ও আসর উভয় নামাজ জামাতে পড়লে একসঙ্গে আদায় করুন।

- আর মসজিদে নামিরা যদি আপনার কাছ থেকে দূরে থাকে, তাহলে সেখানেই অবস্থান করবেন। নিজ তাঁবুতে জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করুন। হজের কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে ঝগড়া করবেন না। আপনি যেই আলেমের ইল্‌ম ও তাকওয়ার ওপর আস্থা রাখেন, তাঁর সমাধান অনুযায়ী আমল করবেন।
- মাগরিবের নামাজ না পড়ে মুজদালিফার দিকে রওনা হোন।

৯. মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)

- আরাফায় সূর্যাস্তের পর মুজদালিফায় গিয়ে এশার সময়ে মাগরিব ও এশা এক আজান এবং দুই ইকামতে একসঙ্গে আদায় করুন।

এখানেই রাত যাপন করুন (এটি সুন্নত)। ১০ জিলহজ ফজরের পর সূর্যোদয়ের আগে কিছু সময় মুজদালিফায় অবশ্যই অবস্থান করুন (এটি ওয়াজিব)। তবে শারীরিকভাবে দুর্বল (অপারগ) ও নারীদের বেলায় এটা অপরিহার্য নয়।

- রাতে ছোট ছোট ছোলার দানার মতো ৭০টি কঙ্কর সংগ্রহ করুন। মুজদালিফায় কঙ্কর খুব সহজেই পেয়ে যাবেন।

১০. কঙ্কর মারা (প্রথম দিন)

১০ জিলহজ ফজর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধু বড় জামারাকে (বড় শয়তান) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)। ওই সময়ে এটি করা সম্ভব না হলে রাতেও কঙ্কর নিক্ষেপ করা যাবে। দুর্বল ও নারীদের জন্য রাতেই কঙ্কর নিক্ষেপ করা নিরাপদ।

১১. দমে শোকর বা কোরবানি করা (ওয়াজিব)

- ১০ জিলহজ কঙ্কর নিক্ষেপের পর নিশ্চিত পন্থায় কোরবানি দিন।
- কোরবানির পরই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের অনুসরণে মাথা ন্যাড়া (হলক) করুন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছোটও করতে পারেন।
- কঙ্কর নিক্ষেপ, কোরবানি করা ও চুল কাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরি।

১২. তাওয়াফে জিয়ারত (ফরজ)

১০ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের আগে তাওয়াফে জিয়ারত করতে হবে। তবে নারীরা প্রাকৃতিক কারণে জিয়ারত করতে না পারলে পবিত্র হওয়ার পরে করবেন।

১৩. সাঈ (ওয়াজিব)

তাওয়াফ শেষে সাফা-মারওয়ায় গিয়ে সাঈ করুন। সাঈ সাফা

থেকে শুরু করে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হয়। সাফা থেকে মারওয়া প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৌড়। এভাবে সাতটি দৌড় সম্পূর্ণ হলে একটি সাঈ পূর্ণ হয় (মনে রাখার জন্য মারওয়াতে ১, ৩, ৫, ৭ নম্বর দৌড় বা চক্করগুলো হবে)।

১৪. কঙ্কর নিক্ষেপ (ওয়াজিব)

১১ ও ১২ জিলহজ প্রতিদিন তিন (ছোট, মধ্যম, বড়) শয়তানকেই কঙ্কর নিক্ষেপ (ওয়াজিব) করতে হবে। ১১-১২ জিলহজ দুপুর থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় শুরু। ভিড় এড়ানোর জন্য আসরের নামাজের পর অথবা সুবিধাজনক সময়ে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে—প্রথমে ছোট, মধ্যম, তারপর বড় শয়তানকে। ছোট জামারা থেকে শুরু করে বড় জামারায় শেষ করুন। ওই সময়ে এটি করা সম্ভব না হলে রাতেও কঙ্কর নিক্ষেপ করা যাবে।

১৫. মিনায় রাত যাপন (সুন্নত)

- মিনায় অবস্থানরত দিনগুলোতে (১০ ও ১১ জিলহজ) মিনাতেই রাত যাপন করুন।
- আর যদি ১৩ তারিখ 'রমি' (কঙ্কর ছুড়ে মারা) শেষ করে ফিরতে চান (সুন্নত), তবে ১২ তারিখ রাত যাপন করুন।

১৬. মিনা ত্যাগ

১২ জিলহজ সন্ধ্যার আগে মিনা ত্যাগ করুন। সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করা উত্তম। না পারলে ১৩ তারিখও কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে।

১৭. বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)

- মিকাতের বাহিরে, যেমন বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হজযাত্রীদের

হজ শেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হয় (ওয়াজিব)। তবে হজ শেষে নফল তাওয়াফই বিদায়ী তাওয়াফে পরিণত হয়ে যায়।

- নারীরা প্রাকৃতিক বা মাসিকের কারণে বিদায়ী তাওয়াফ করতে না পারলে কোনো ক্ষতি নেই। এ জন্য দম/কাফফারাও দিতে হয় না।

কিরান হজ

১. ইহরামের নিয়ত করা (ফরজ) জেদ্দায় পৌঁছানোর আগে একই নিয়মে ইহরাম করার কাজ সমাপ্ত করুন। তবে তালবিয়ার আগেই হজ ও ওমরাহ উভয়ের নিয়ত একসঙ্গে করুন।

২. ওমরাহর তাওয়াফ নিয়ম মোতাবেক আদায় করুন (ফরজ)।

৩. ওমরাহর সাঈ করুন। যদি এ সময় সাঈ করতে না পারেন, তাওয়াফে জিয়ারতের পরে করুন (ওয়াজিব)।

৪. তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নত)।

৫. এরপর সাঈ করুন, তবে সাঈ শেষে চুল ছাঁটবেন না। বরং ইহরামের সব বিধিবিধান মেনে চলুন (ওয়াজিব)। এরপর হজের সব আমল তামাত্তু হজের মতো।

৬. জিলহজের ৮ তারিখ জোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় পড়ুন। এ সময় মিনায় অবস্থান করুন (সুন্নত)।

৭. ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।

৮. ৯ জিলহজ সূর্যাস্তের পর থেকে মুজদালিফায় অবস্থান এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একসঙ্গে এশার সময়ে আদায় করুন (সুন্নত)। তবে ১০ জিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান করুন (ওয়াজিব)।

৯. ১০ জিলহজ বড় শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।
১০. কোরবানি করুন (ওয়াজিব)।
১১. মাথার চুল মুণ্ডন করে নিন (ওয়াজিব)। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন।
১২. যদি তাওয়াফে কুদুমের পরে না করে থাকেন, তবে তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরজ) এবং সাঈ করে নিন।
১৩. ১১ ও ১২ জিলহজ প্রতিদিন তিন (ছোট, মধ্যম, বড়) শয়তানকেই কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।
১৪. মিনায় থাকাকালীন মিনাতেই রাত যাপন করুন (সুন্নত)।
১৫. মিকাতের বাইরে থেকে আগত হাজিরা বিদায়ী তাওয়াফ করুন (ওয়াজিব)।

ইফরাদ হজ

১. শুধু হজের নিয়তে (আগে বর্ণিত) ইহরাম করুন (ফরজ)।
২. মক্কা শরিফে পৌঁছে তাওয়াফে কুদুম করুন (সুন্নত)।
৩. সাঈ করুন (ওয়াজিব)। এ সময়ে সম্ভব না হলে তাওয়াফে জিয়ারতের পরে সাঈ করুন।
৪. জিলহজের ৮ তারিখ জোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রাত যাপন করুন (সুন্নত)।
৫. ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করুন (ফরজ)।
৬. রাতে মুজদালিফায় অবস্থান ও ১০ জিলহজ ফজরের পর কিছু সময় অবস্থান ওয়াজিব।
৭. ১০ জিলহজ বড় জামারাকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।

৮. যেহেতু ইফরাদ হজে কোরবানি ওয়াজিব নয়, তাই কঙ্কর নিক্ষেপের পর মাথা ন্যাড়া (হলক) করে নিন। তবে চুল ছেঁটেও নিতে পারেন (ওয়াজিব)।
৯. তাওয়াফে জিয়ারত করুন (ফরজ) এবং যদি তাওয়াফে কুদুমের পর সাঈ না করে থাকেন, তাহলে সাঈ করে নিন (ওয়াজিব)।
১০. ১১ ও ১২ জিলহজ প্রতিদিন তিন (ছোট, মধ্যম, বড়) শয়তানকেই কঙ্কর নিক্ষেপ করুন (ওয়াজিব)।
১১. তাওয়াফে বিদা আদায় করুন।
১২. বদলি হজকারীরা সাধারণত ইফরাদ হজ করেন। তবে প্রেরণকারী অনুমতি দিলে তামাত্তু বা কিরান হজও করতে পারেন।

অন্যান্য পরামর্শ

- দেশে থাকাকালীন আপনার প্যাকেজের সুবিধাদি যেমন মক্কা, মদিনায় থাকা, খাওয়া, কোরবানিসহ অন্য সুবিধার কথা হজ এজেন্সির কাছ থেকে লিখিতসহ খুব ভালোভাবে বুঝে নিন। সৌদি আরবে গিয়ে তা মিলিয়ে নিতে পারবেন।
- কোরবানি বা দম দেওয়ার জন্য ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের কুপন (আইডিবি) সৌদি সরকারের স্বীকৃত ব্যবস্থা। মসজিদের পাশের বুথ থেকে ৮০০ রিয়ালে কুপন কেনা যাবে। এতে সময় বাঁচে ও নিরাপদ। হজের অন্যান্য কাজ সহজে সারতে পারবেন। এর বাইরে দেওয়া হলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- সৌদি আরবে অবস্থানকালে ট্রাফিক আইন মেনে চলুন। সিগন্যাল পড়লে রাস্তা পার হতে হবে। রাস্তা পার হওয়ার সময় অবশ্যই ডানে-বাঁয়ে দেখেশুনে সাবধানে পার হতে হবে। কখনো দৌড়ে

রাস্তা পারাপার হবেন না।

- কাবা শরিফ ও মসজিদে নববির ভেতরে কিছু দূর পরপর জমজম পানির (স্বাভাবিক ও ঠান্ডা) ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাণভরে জমজম পানি পান করুন।
- কোনো ধরনের অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনায় পড়লে বাংলাদেশ হজ অফিসের মেডিকেল সদস্যের (চিকিৎসক) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
- হজযাত্রীদের তথ্য, হারানো হজযাত্রীদের খুঁজে পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ হজ অফিসের আইটি হেল্প ডেস্ক সাহায্য করে।
- তাওয়াফ, সাঈ করার সময় অহেতুক কথা বলা বা ছবি তোলা থেকে বিরত থাকুন। টাকাপয়সা নিরাপদে রাখুন।
- মাহরাম (যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা করা জায়েজ। যেমন স্বামী, বাবা, আপন ভাই, ছেলে ইত্যাদি) ছাড়া নারী হজযাত্রী এককভাবে হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হন না।
- মক্কায় বাসার দূরত্ব নির্ধারিত হয় কাবা শরিফ থেকে। আর মদিনায় মসজিদে নববি থেকে। বাসস্থান কত দূর, তার ওপর নির্ভর করে হজের ব্যয়ের টাকা। অর্থাৎ, কাবা শরিফ থেকে বাসার দূরত্ব কম হলে খরচ বেড়ে যাবে। যত বেশি দূরত্ব হবে, খরচও তত কম হবে।
- হজের সময় হজযাত্রীদের যেন কোনো রকম কষ্ট না হয়, আপনার হজ এজেন্সি আপনাকে যথাযথ সুবিধাদি (দেশ থেকে আপনাকে থাকা, খাওয়াসহ অন্য যেসব সুবিধার কথা বলেছিল) না দিলে আপনি মক্কা ও মদিনার বাংলাদেশ হজ অফিসকে জানাতে পারেন।

একনজরে হজের কার্যক্রম

বেশির ভাগ হজযাত্রী তামাত্তু (এক ইহরামে ওমরাহ শেষ করে আলাদা ইহরাম করে হজ) হজ করেন। চিত্রে তামাত্তু হজের বিবরণ দেওয়া হলো

সূত্র : হজ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব

এতেও আপনি সন্তুষ্ট না থাকলে সৌদির ওয়াজারাতুল হজ (হজ মন্ত্রণালয়) বরাবর লিখিত অভিযোগ করতে পারেন।

- মদিনা থেকে মক্কায় এলে ইহরামের কাপড় সঙ্গে নেবেন।
- মক্কা-মদিনায় প্রচুর বাংলাদেশি হোটেল আছে। মক্কার হোটেলগুলোর নাম ঢাকা, এশিয়া, চট্টগ্রাম, জমজম ইত্যাদি। এসব হোটেলে ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, ডালসহ সব ধরনের বাঙালি খাবার পাওয়া যায়। হোটেল থেকে পার্সেলে একজনের খাবার কিনলে বাড়িতে বসে অনায়াসে দুজন খেতে পারবেন।
- মক্কা-মদিনায় অনেক বাংলাদেশি কাজ করেন, তাই ভাষাগত কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কেনাকাটার সময় দরদাম করে কিনবেন।
- মক্কায় ঐতিহাসিক স্থান হেরা গুহা, সাওর পর্বত, জান্নাতুল মুআল্লা (কবরস্থান), মসজিদে জিন, মক্কা জাদুঘর, গিলাফ তৈরির কারখানা, লাইব্রেরি, মিনায় আল-খায়েফ মসজিদ, আরাফাতের ময়দান, নামিরা মসজিদ মুজদালিফা, জামারা (শয়তানের উদ্দেশে পাথর ছোড়ার স্থান) ঘুরে আসতে পারেন।
- মদিনায় মসজিদে নববি, রিয়াজুল জান্নাহ, জান্নাতুল বাকি (কবরস্থান), ওহুদ পাহাড়, খন্দক, মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাতাঈন, মসজিদে জুমা, মসজিদে গামামাহ, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাদশাহ ফাহাদ কোরআন শরিফ প্রিন্টিং কমপ্লেক্স ঘুরে আসতে পারেন।
- দেশে ফেরার সময় মালামাল বিমানের নির্দিষ্ট কাউন্টারে জমা দিয়ে বাংলাদেশে গ্রহণ করবেন।

দোয়া কবুলের জায়গা

- মাকামে ইবরাহিমের কাছে
- হাজরে আসওয়াদ
- মুলতাজাম
- জমজম কূপের কাছে
- হাতিমের মধ্যে
- বায়তুল্লাহর দিকে যখন নজর পড়ে
- মাতাফ
- কাবা শরিফের চারপাশ
- সাফা ও মারওয়া
- মসজিদে নামিরা
- আরাফাতের ময়দানে
- মুজদালিফা
- মিনা
- মিনার মসজিদে খায়েফ
- কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে

পবিত্র মক্কায় কাবা শরিফের বিভিন্ন জায়গায় দোয়া কবুল হয়ে থাকে। সেসব জায়গায় খাস দিলে দোয়া করা দরকার।

কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানের পরিচয়

মাতাফ : কাবাঘরের চারদিকে তাওয়াফের স্থানকে 'মাতাফ' বলা হয়।

হাজরে আসওয়াদ

হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর : হাজরে আসওয়াদ কাবা শরিফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাতাফ (তাওয়াফের জায়গা) থেকে দেড় মিটার ওপরে লাগানো। হাজরে আসওয়াদ তাওয়াফ (কাবা শরিফ সাতবার চক্কর দেওয়া) শুরুর স্থান। প্রতিবার চক্কর দেওয়ার সময় এই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে হয়। ভিড়ের কারণে না পারলে চুমুর ইশারা করলেও চলে। এটিও নিয়ম। ফ্রেমের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পাথরে চুমু দিতে হয়। মুখ না ঢোকালে চুমু দেওয়া সম্ভব নয়। আর মুখ ঢোকাতে গিয়ে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ভিড়। হাজরে আসওয়াদের পাশে সৌদি পুলিশ দাঁড়ানো থাকে ২৪ ঘণ্টা। মাথা ঢোকাতে বা চুমু দিতে গিয়ে কেউ যেন কষ্ট না পান, তা তাঁরা খেয়াল রাখেন। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও চুমু দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন ধরে অপেক্ষা করেন।

মাকামে ইবরাহিম : কাবা শরিফের পাশেই আছে ক্রিস্টালের একটা বাক্স, চারদিকে লোহার বেষ্টনী। ভেতরে বর্গাকৃতির একটি পাথর।

এই পাথরটিই মাকামে ইবরাহিম। মাকাম শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে দাঁড়ানোর স্থান। অর্থাৎ, হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর দাঁড়ানোর স্থান। এই পাথরে দাঁড়িয়ে তিনি ঠিক কী কাজ করতেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে তিনি এর ওপর দাঁড়িয়ে কাবা শরিফ নির্মাণ করেছেন—এটি সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর মুজিজার কারণে শক্ত পাথরটি ভিজে তাতে তাঁর পায়ের দাগ বসে যায়। আজও আছে সেই ছাপ। তামা ও আয়নার তৈরি বাক্সে রাখার আগ পর্যন্ত মানুষ পাথরটি হাতে ধরে দেখার সুযোগ পেয়েছে। এখন শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। মানুষের হাতের স্পর্শে ও জমজমের পানি দিয়ে ধোয়ায় পাথরটির ভেতরে কিছুটা ডিম্বাকৃতির গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। চার হাজার বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মাকামে ইবরাহিমে এখনো পায়ের চিহ্ন অপরিবর্তিত রয়েছে এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা

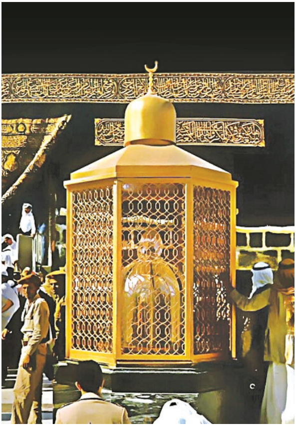

মাকামে ইবরাহিমের বাইরের দৃশ্য

মাকামে ইবরাহিমের ভেতরের দৃশ্য

বিশ্বাস করেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে। ওপরে প্রতিটি ছাপের দৈর্ঘ্য ২৭ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১৪ সেন্টিমিটার। পাথরের নিচের অংশে রুপাসহ প্রতিটি পায়ের দৈর্ঘ্য ২২ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ১১ সেন্টিমিটার। দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় এক সেন্টিমিটার। পাথরটিতে হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর পায়ের দাগের গভীরতা পাথরটির উচ্চতার অর্ধেক, ৯ সেন্টিমিটার। দীর্ঘদিন ধরে কোটি কোটি মানুষের হাতের স্পর্শে আঙুলের চিহ্নগুলো মুছে গেছে। তবে ভালো করে খেয়াল করলে এখনো আঙুলের ছাপ বোঝা যায়। বোঝা যায় পায়ের গোড়ালির চিহ্ন। মাকামে ইবরাহিমের কাছে বা ঘেঁষে অনেক মুসল্লি নামাজ পড়েন।

কাবার গিলাফ : আরবরা কাবাকে আবৃত করে রাখা কাপড়টিকে বলে কিসওয়া। আর আমরা বলি গিলাফ। হজের কয়েক দিন আগে থেকেই কাবা শরিফের গিলাফের নিচু অংশ ওপরের দিকে তুলে দেওয়া হয়। এতে কাবা শরিফের দেয়ালের বাইরের অংশ দেখা ও ধরা যায়। কাবা শরিফের দরজা ও বাইরের গিলাফ দুটিই মজবুত রেশমি কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়। গিলাফের মোট পাঁচটি টুকরা বানানো হয়। চারটি টুকরা চারদিকে এবং পঞ্চম টুকরাটি দরজায় লাগানো হয়। টুকরাগুলো পরস্পর সেলাইযুক্ত।

প্রতিবছর ৯ জিলহজ কাবা শরিফের গায়ে পরানো হয় এই নতুন গিলাফ। সেই দিন হজের দিন। হাজিরা আরাফাত থেকে ফিরে এসে কাবা শরিফের গায়ে নতুন গিলাফ দেখতে পান। নতুন গিলাফ পরানোর সময় পুরোনো গিলাফটি সরিয়ে ফেলা হয়। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন রেশম দিয়ে তৈরি করা হয় কাবার গিলাফ। রেশমকে রং

দিয়ে কালো করা হয়। পরে গিলাফে বিভিন্ন দোয়ার নকশা আঁকা হয়। গিলাফের উচ্চতা ১৪ মিটার।

ওপরের তৃতীয়াংশে ৯৫ সেন্টিমিটার চওড়া বন্ধনীতে কোরআনের আয়াত লেখা। বন্ধনীতে ইসলামি কারুকাজ করা একটি ফ্রেম থাকে। বন্ধনীটি সোনার প্রলেপ দেওয়া রুপার তারের মাধ্যমে এমব্রয়ডারি করা। এই বন্ধনীটা কাবা শরিফের চারদিকে পরিবেষ্টিত। ৪৭ মিটার লম্বা বন্ধনীটি ১৬টি টুকরায় বিভক্ত। বন্ধনীটির নিচে প্রতি কোনায় সুরা আল-ইখলাস লেখা। নিচে পৃথক পৃথক ফ্রেমে লেখা হয় পবিত্র কোরআনের ৬টি আয়াত। এতে এমব্রয়ডারি করে ওপরে সোনা ও রুপার চিকন তার লাগানো হয়।

কাবাঘর : কাবাঘর প্রায় বর্গাকৃতির। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে আনুমানিক ৪৫ ও ৪০ ফুট। কাবা শরিফের দরজা একটি এবং দরজাটি কাবাঘরের পূর্ব দিকে দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

মিজাবে রহমত : বায়তুল্লাহর উত্তর দিকের ছাদে (হাতিমের মাঝ বরাবর) যে নালা বসানো আছে, তাকে 'মিজাবে রহমত' বলা হয়। এই নালা দিয়ে ছাদের বৃষ্টির পানি পড়ে।

হাতিম : কাবাঘরের উত্তরে অর্ধবৃত্তাকার উঁচু প্রাচীরে ঘেরা একটি স্থান। এটি কাবাঘরের অংশ। তাওয়াফের সময় এর বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করতে হয়। এখানে নফল নামাজ পড়া উত্তম।

জমজম কূপ : দুনিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের যত অনুপম

নিদর্শন আছে, এর মধ্যে ‘জমজম কূপ’ একটি। জমজম কূপের ইতিহাস কমবেশি সবারই জানা—শিশু হজরত ইসমাঈল (আ.)-কে কাবা শরিফের পাশে রেখে মা হজরত হাজেরা (রা.) সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়েছিলেন। আল্লাহর কুদরতে জমজমের পানি বের হতে লাগল। সেই থেকে জমজম কূপে এখনো পানি উঠছে। কেয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। এই কূপের পানি সর্বাধিক স্বচ্ছ, উৎকৃষ্ট, পবিত্র ও বরকতময়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, ‘এই পানি শুধু পানীয় নয়; বরং খাদ্যের অংশ এবং এতে পুষ্টি রয়েছে।’

জান্নাতুল মুআল্লা : মসজিদুল হারামের পূর্ব দিকে মক্কা শরিফের বিখ্যাত কবরস্থান।

জাবালে রহমত : আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত। এই পাহাড়ে প্রথম নবী হজরত আদম (আ.)-এর দোয়া কবুল হয়। এখানে তিনি বিবি হাওয়া (আ.)-এর সাক্ষাৎ পান। ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজের খুতবাও এখান থেকে দিয়েছিলেন।

জাবালে নূর বা গারে হেরা : মক্কার সর্বাধিক উঁচু পাহাড়। এখানে হজরত মুহাম্মদ (সা.) ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এখানে ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় প্রথম ওহি নাজিল হয়।

জাবালে সাওর বা গারে সাওর : মসজিদুল হারামের পশ্চিমে হিজরতের সময় এই পাহাড়ে হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তিন দিন অবস্থান করেছিলেন।

হজের সময় লক্ষ করুন

- হজের ৫ দিন মিনা, আরাফাত, মুজদালিফা, মিনায় অবস্থান করবেন। তাই হাতব্যাগে এক সেট অতিরিক্ত ইহরামের কাপড় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন।
- দিনের বেলায় বাইরে বের হলে ছাতা সঙ্গে নেবেন। মুজদালিফায় রাতে থাকার জন্য প্লাস্টিকের পাটি ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে কিছু শুকনা খাবার রাখতে পারেন। মক্কাসহ বিভিন্ন জায়গায় ছাতা, পাটি কিনতে পাওয়া যায়।
- মিনায় মোয়াল্লেম নম্বর বা তাঁবু নম্বর জানা না থাকলে যে কেউ হারিয়ে যেতে পারেন। মোয়াল্লেম অফিস থেকে তাঁবুর নম্বরসহ কার্ড দেওয়া হয়। বাইরে বের হওয়ার সময়ও কার্ডটি সঙ্গে রাখুন। সমস্যা এড়াতে যে তাঁবুতে অবস্থান করবেন, সেই তাঁবু চিহ্নিত করে নিন।
- ধরা যাক মিনার খিমায় লেখা আছে ১৭/৫০। ওপরের সংখ্যা তাঁবু নম্বর (১৭), নিচের সংখ্যাটি রাস্তা নম্বর (৫০)। চলাচলের সময় এই বিষয়টি খেয়াল করুন। এ ছাড়া মোয়াল্লেম নম্বর মনে রাখবেন।

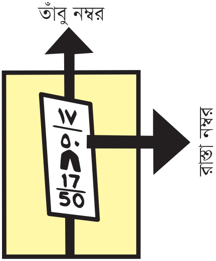

- মিনার মিনার রাস্তার নাম ও নম্বর, ম্যাপ থাকলে হারানোর ভয় নেই। মিনার কিছু অবস্থান চিনে নিজের মতো করে আয়ত্তে আনলে এখানে চলাচল করা সহজ হয়। যেমন জামারা (শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের স্থান), মসজিদে খায়েফ,

মিনায় তিনটি ব্রিজ (বাদশাহ খালেদ ব্রিজ ১৫ নম্বর, বাদশাহ আবদুল্লাহ ব্রিজ ২৫ নম্বর, বাদশাহ ফয়সাল ব্রিজ ৩৫ নম্বর), হাঁটার পথ (টিনশেড)। বড় রাস্তাগুলো হলো : বাদশাহ ফয়সাল ৫০ নম্বর রাস্তা, আলজাওহারাত ৫৬ নম্বর রাস্তা, সুকুল আরব ৬২ নম্বর রাস্তা, বাদশাহ ফাহাদ ৬৮ নম্বর রাস্তা। মিনা, মুজদালিফায় ৩টি করে রেলস্টেশন।

- মিনায় জামারা থেকে আপনার তাঁবুর অবস্থান, তাঁবু থেকে মসজিদুল হারামে যাওয়া-আসার পথ সম্পর্কে ধারণা নিন। ভিড় এড়াতে কেউ কেউ হেঁটে সুড়ঙ্গপথ (টানেল) দিয়ে মসজিদুল হারামে পৌঁছান। হাঁটার পথ চিনতে স্থানীয় কোনো বাংলাদেশিকে বললে দেখিয়ে দেবেন বা গুগল ম্যাপের সহায়তা নিতে পারেন।
- গাড়িতে করে মিনার তাঁবু থেকে মসজিদুল হারামে যাওয়া-আসার জন্য খালিদ ব্রিজ, আবদুল্লাহ ব্রিজ, ফয়সাল ব্রিজের ওপরে বা শেষ প্রান্তে, জামারার কাছে, শিশা বিনদাউদের কাছে বাস বা, ট্যাক্সিতে দরদাম করে যেতে পারেন। হারাম থেকে ফেরার সময় মিনার ৩টি ব্রিজের যেটি আপনার তাঁবুর সবচেয়ে কাছাকাছি হয়, সেই অনুযায়ী ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে দরদাম করে উঠবেন। ভিড়ের কারণে কিছুটা দূরে নামিয়ে দিতে পারে, তাই হাঁটাও কম বেশি হতে পারে।
- অনেকে ট্যাবলেট বা স্মার্টফোন নিয়ে যান। রাস্তাঘাট, অবস্থান ইত্যাদি জানতে হজ ও পিলগ্রিম অ্যাপসের সহায়তা নিতে পারেন।
- আরাফাতের ময়দানে অনেক প্রতিষ্ঠান বিনা মূল্যে খাবার, জুস, ফল ইত্যাদি দিয়ে থাকে। ওই সব খাবার আনতে গিয়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়তে হয়। তাই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

- মিনায় চুল কাটার লোক পাওয়া যায়। নিজেরা নিজেদের চুল কাটবেন না, এতে মাথা কেটে যেতে পারে।
- মিনায় কোনো সমস্যা হলে বাংলাদেশ হজ অফিসের তাঁবুতে যোগাযোগ করবেন।

মদিনার প্রাণকেন্দ্র মসজিদে নববি

তিনটি মসজিদ ভ্রমণ করলে ফজিলত পাওয়া যায়। এর প্রথমটি হলো মক্কা মোকাররমা বা কাবা শরিফ (সৌদি আরব), দ্বিতীয়টি মসজিদ আল-আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দাস—ইসলামের প্রথম কিবলা মসজিদ (ফিলিস্তিন), তৃতীয়টি মদিনা আল মোনাওয়ারার মসজিদে নববি। মদিনা নবী (সা.)-এর শহর, একে আরবিতে বলা হয় 'মদিনাতুন নবী'। আর মদিনার প্রাণকেন্দ্র হলো 'মসজিদে নববি'।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনার বরকতের জন্য দোয়া করেছেন, একে হারাম বা সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। মসজিদে নববিতে নামাজ পড়ায় ফজিলত বেশি।

মসজিদে নববিতে নামাজ আদায় ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে মদিনায় গমন এবং সালাত আদায় করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা শরিফ জিয়ারত করা ও সালাম পৌঁছানোর ইচ্ছা থাকে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের। জিয়ারত ও নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে মদিনায় যাওয়া সুন্নত। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, 'ঘর থেকে অজু করে মসজিদে কুবায় গিয়ে নামাজ পড়লে একটি ওমরাহর সওয়াব পাওয়া যায়।'

মসজিদে নববিতে নারীদের জন্য নামাজ পড়ার আলাদা জায়গা আছে। ভেতরে কিছুদূর পর পর পবিত্র কোরআন শরিফ রাখা আছে। আর পাশে আছে জমজমের পানি খাওয়ার ব্যবস্থা।

এখানে জিয়ারতের জন্য ইহরাম করতে বা তালবিয়া পড়তে

মসজিদে নববি

হয় না। তবে মদিনা থেকে যদি মক্কায় আসতে হয়, তাহলে মিকাত আবিয়ারে আলী পার হলে ইহরাম করে আসতে হবে।

মসজিদে নববির কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান

রিয়াজুল জান্নাহ: হুজরায়ে মোবারক ও মিম্বার শরিফের পাশের জায়গাটি 'রওজায়ে জান্নাত' বা 'রিয়াজুল জান্নাহ' বা 'বেহেশতের বাগান' নামে পরিচিত। স্থানটির বিশেষ ফজিলত রয়েছে। পুরো মসজিদের কার্পেটের রং লাল। তবে রিয়াজুল জান্নাহর অংশের কার্পেটের রং সাদা। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর তৈরি মসজিদে খেজুরগাছের খুঁটিগুলোর স্থলে উসমানি সুলতান আবদুল মাজিদ

পাকা স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এগুলোর গায়ে মর্মর পাথর বসানো এবং স্বর্ণের কারুকাজ করা। প্রথম কাতারে ৪টি স্তম্ভ লাল পাথরের এবং এগুলোকে পার্থক্য করার সুবিধার জন্য সেগুলোর গায়ে নাম লেখা রয়েছে। মসজিদে নববির ভেতরে কয়েকটি উস্তুওয়ানা বা স্তম্ভ রয়েছে, সেগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বা খুঁটি বলা হয়। রিয়াজুল জান্নাতে প্রবেশের জন্য নুসুক অ্যাপে নিবন্ধন করতে হয়। নারীদের প্রবেশের সময়সূচি : সকাল ৭টা থেকে ১১.৩০টা, দুপুর ১টা থেকে বেলা ৩টা, রাত ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত।

উস্তুওয়ানা হান্নানা : মিম্বারে নববির ডান পাশে খেজুরগাছের গুঁড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভের নাম উস্তুওয়ানা হান্নানা। নবী করিম (সা.) মিম্বর স্থাপনের পর গুঁড়িটি উচ্চ স্বরে কেঁদে উঠেছিল।

উস্তুওয়ানা সারির : এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইতিকাফ করতেন এবং রাতে বিশ্রামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। স্তম্ভটি হুজরা শরিফের পশ্চিম পাশে জালি মোবারকের সঙ্গে রয়েছে।

উস্তুওয়ানা উফুদ : বাইরে থেকে আসা লোকজন এখানে বসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং এখানে বসেই কথা বলতেন। স্তম্ভটিও জালি মোবারকের সঙ্গে রয়েছে।

উস্তুওয়ানা আয়েশা (আয়েশা স্তম্ভ) : এই স্তম্ভটি উস্তুওয়ানা উফুদের পশ্চিম পাশে রওজায়ে জান্নাতের ভেতরে।

উস্তুওয়ানা তওবা বা আবু লুবাবা স্তম্ভ : একটি ভুল করার পর হজরত আবু লুবাবা (রা.) নিজেকে এই স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে বলেছিলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত হুজুরে পাক (সা.) নিজে না খুলে দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সঙ্গে বাঁধা থাকব।' নবী করিম (সা.) বলেছিলেন,

‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলব না।’ এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন পর হজরত আবু লুবাবা (রা.)-এর তওবা কবুল হয়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এটি উস্তওয়ানা উফুদের পশ্চিম পাশে রওজায়ে জান্নাতের ভেতরে অবস্থিত।

উস্তওয়ানা জিবরাইল : ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (আ.) যখন ওহি নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানে দেখা যেত।

মিহরাবে নববি : মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে কাউকে কষ্ট না দিয়ে এখানে নফল নামাজ পড়ুন। মিহরাবের ডানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাঁড়ানোর জায়গা।

জান্নাতুল বাকি : মসজিদে নববির পাশেই জান্নাতুল বাকি (বাকিউল গরকাদ) কবরস্থান। এখানে হজরত ফাতেমা (রা.), হজরত ওসমান (রা.)সহ অগণিত সাহাবায়ে কিরামের কবর রয়েছে। এর এক পাশে নতুন নতুন কবর হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত হয় এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মসজিদ সম্প্রসারণ করার পর বর্তমানে তাঁর কবর মোবারক মসজিদে নববির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। রাসুলে করিম (সা.)-এর রওজা মোবারকের পাশে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কবর রয়েছে। তারপর ডান দিকে সরে গিয়ে হজরত আবু বকর (রা.)-এর রওজার

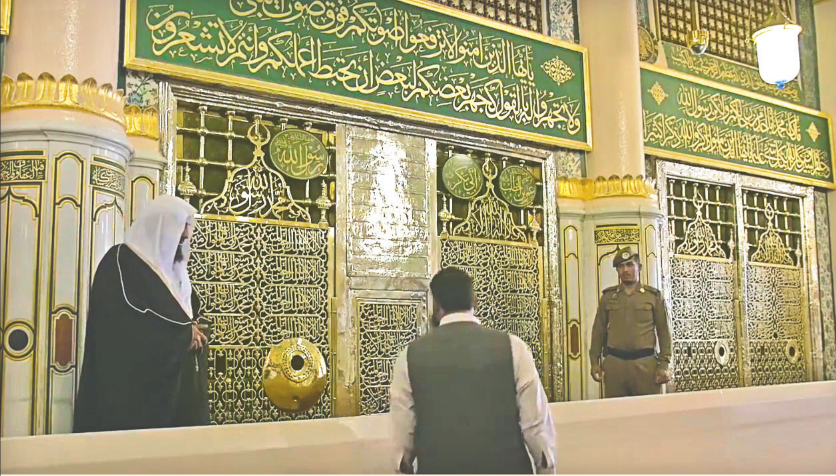

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক

সালাম পাঠ করুন

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা স্মরণ করে সালাম পেশ করতে হবে। সালাম এভাবে পাঠ করুন—

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা আয়ুহান্নাবী ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খালকিল্লাহ

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া খাতামান নাবীয়্যিন

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুজনিবিন।

কাছে দাঁড়িয়ে পাঠ করুন : আসসালামু আলাইকা ইয়া খলিফাতা রাসুলিল্লাহি আবু বকর (রা.)। এবার ডান দিকে সরে গিয়ে হজরত ওমর (রা.)-এর রওজা মোবারক বরাবর দাঁড়িয়ে পাঠ করুন : আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরাল মুমিনিন ওমর ফারুক (রা.)।

মদিনার কয়েকটি ঐতিহাসিক মসজিদ

মসজিদে কুবা : হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় আগমন করে প্রথম শহরের প্রবেশদ্বারে কুবা নামক স্থানে নামাজ পড়েন। পরে এখানে মসজিদ গড়ে ওঠে।

কিবলাতাঈন মসজিদ : এই মসজিদে একই নামাজ দুই কিবলামুখী

মসজিদে কুবা

হয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে ওহি পাওয়ার পর নবী (সা.) ‘মসজিদ আল-আকসা’ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নামাজের মাঝখানে মক্কামুখী হয়ে পরবর্তী অংশ সম্পন্ন করেছিলেন। এ জন্য এই মসজিদের নাম হয় কিবলাতাঈন (দুই কিবলা মসজিদ)। মসজিদের ভেতরে মূল পুরোনো মসজিদের অংশ অক্ষত রেখে চারদিকে দালান করে মসজিদ বর্ধিত করা হয়েছে।

মসজিদে মিকাত : মদিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মসজিদে নববি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে মসজিদটি অবস্থিত। মদিনাবাসীর মিকাত বলে মসজিদটি মসজিদে মিকাত নামে পরিচিত।

মসজিদে জুমা : রাসুলুল্লাহ (সা.) হিজরতের সময় কুবার অদূরে রানুনা উপত্যকায় ১০০ জন সাহাবাকে নিয়ে মসজিদে জুমার স্থানে প্রথম জুমার সালাত আদায় করেন।

মসজিদে গামামাহ : রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রথম ঈদের সালাত ও শেষ জীবনের ঈদের সালাতগুলো মসজিদে গামামাতে আদায় করেন। এখানে রাসুলুল্লাহ (সা.) বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়েছেন বলে একে মসজিদে গামামাহ বলা হয়। এটি মসজিদে নববির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

মসজিদে আবু বকর (রা.) : এটি মসজিদে গামামাহর উত্তরে অবস্থিত। হজরত আবু বকর (রা.) খলিফা থাকাকালে এই মসজিদে ঈদের সালাত পড়াতেন। এটি মসজিদে আবু বকর (রা.) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ওহুদ যুদ্ধের ময়দান : ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুদ্ধ এটি। দুই মাথাওয়ালা একটি পাহাড়, দুই মাথার মাঝখানে একটু নিচু—এটাই ওহুদের পাহাড়। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

ওহুদ যুদ্ধের ময়দান

খন্দক যুদ্ধের ময়দান : ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ এটি। হজরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে খন্দক বা পরিখা খনন করা হয়েছিল।

- মসজিদে কুবা, মসজিদে কিবলাতাঈন, ওহুদ পাহাড়, খন্দকের পাহাড় প্রভৃতি দেখার জন্য মসজিদে নববির বাইরে প্রবেশপথের কাছে ট্যাক্সিচালকেরা প্যাকেজের ব্যবস্থা করে থাকেন। খরচ মাত্র ১০ রিয়াল। সময় পেলে দেখতে পারেন মসজিদে নববির উত্তর দিকের গেট দিয়ে বেরিয়েই সাহাবাদের মসজিদ, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাদশাহ ফাহাদ কোরআন শরিফ ছাপাখানা প্রকল্প।

দোয়াসমূহ

মিনা, আরাফাত ও অন্যান্য দোয়া কবুলের স্থানে পড়তে পারেন।

- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফি দিনি ওয়া দুনইয়াইয়া ওয়া আহলি, ওয়া মালি।
- আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতি ওয়া আমিন রাওআতি, আল্লাহুম্মাহ্‌-ফিযনি মিম বাইনি ইয়াদায়্যা, ওয়া মিন খালফি, ওয়া আন ইয়ামিনি, ওয়া আন শিমালি, ওয়া মিন ফাওকি, ওয়া আউযু বিআযমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতি।
- আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাদানি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি সাময়ি, আল্লাহুম্মা আফিনি ফি বাসারি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল কুফরি, ওয়াল ফাকরি, ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়া মিনাল বুখলি ওয়াল জুবুনি, ওয়া আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল।
- আল্লাহুম্মাহদিনি লিআহসানিল আমালি ওয়াল আখলাকি লা ইয়াহদি লিআহসানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ আন্নি সায়্যিআহা, লা ইয়াসরিফ আন্নি সায়্যিআহা ইল্লা আনতা।
- আল্লাহুম্মা আসলিহ লি দিনি, ওয়া ওয়াসসি লি ফি দারি, ওয়া বারিক লি ফি রিযকি।

- আল্লাহুম্মা আতি নাফসি তাকওয়াহা, ওয়া যাক্কিহা আনতা খাইরু মান যাক্কাহা, আনতা ওয়ালিয়্যুহা ওয়া মাওলাহা।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন ইলমিন লা ইয়ানফাউ, ওয়া কালবিন লা ইয়াখশাউ, ওয়া নাফসিন লা তাশবাউ, ওয়া দাওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন শাররি মা আমিলতু, ওয়া মিন শাররি মা লাম আমাল, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মা আলিমতু, ওয়া মিন শাররি মা লাম আলাম।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন যাওয়ালি নিমাতিকা ওয়া তাহাওউলি আফিয়াতিকা, ওয়া ফুজাআতি নিমাতিকা ওয়া জামিই সাখাতিকা।
- রাব্বি আইন্নি ওয়া লা তুইন আলাইয়্যা, ওয়ানসুরনি ওয়া লা তানসুর আলাইয়্যা, ওয়াহদিনি ওয়া ইয়াস্‌সিরিল হুদা আলাইয়্যা।
- আল্লাহুম্মা আলহিমনি রুশদি ওয়া আইযনি মিন শাররি নাফসি।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ফাওয়াতিহাল খায়রি, ওয়া খাওয়াতিমাহু, ওয়া জাওয়ামিআহু, ওয়া আউওয়ালাহু, ওয়া আখিরাহু, ওয়া যাহিরাহু ওয়া বাতিনাহু, ওয়াদ দারাজাতিল উলা মিনাল জান্নাতি।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন জাহদিল বালায়ি, ওয়া দারাকিশ্‌ শিকায়ি, ওয়া সুইল কাদায়ি, ওয়া শামাতাতিল আদায়ি।
- আল্লাহুম্মা মুকাল্লিবাল কুলুবি, সাব্বিত কালবি আলা দিনিকা, আল্লাহুমা মুসাররিফাল কুলুবি, সারি্রফ কুলুবানা আলা তাআতিকা
- আল্লাহুম্মা আহসিন আকিবাতানা ফিল উমুরি কুল্লিহা, ওয়া আজিরনা মিন খিযয়িদ দুনইয়া ওয়া আযাবিল আখিরাহ্।
- আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল ফাউযা ইয়াউমাল কাদায়ি, ওয়া আইশাস সুআদায়ি, ওয়া মানযিলাশ্‌ শুহাদায়ি, ওয়া মুরাফাকাতিল আম্বিয়ায়ি, ওয়ান নাছরা আলাল আদায়ি।

জাবালে রহমত, আরাফাত

- আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাস সিহ্হাতা ওয়াল আফিয়াতা, ওয়া হুসনাল খুলুকি ওয়ার রিদাআ বিল কাদর।
- আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তাসমাউ কালামি, ওয়া তারা মাকানি, ওয়া তালামু সিরি্য ওয়া আলানিয়্যাতি, ওয়া লা ইয়াখফা আলাইকা শাইয়ুম মিন আমরি, ওয়া আনাল বায়িছুল ফাকিরু, ওয়াল মুসতাগিছুল মুসতাজিরু, ওয়াল ওয়াজালুল মুশফিকুল মুকিররুল মুতারিফু ইলাইকা বিযাম্বিহি, আসআলুকা মাসআলাতাল মিসকিনি, ওয়া আবতাহিলু ইলাইকা ইবতিহালাল মুযনিবিয যালিলি, ওয়া আদউকা দোয়াআল খাইফিদ দারিরি, দোয়াআ মান খাদাআত লাকা রাকবাতুহু, ওয়া যাল্লা লাকা জিসমাহু, ওয়া রাগিমা লাকা আনফাহু।

একনজরে হজ		
তামাত্তু	**কিরান**	**ইফরাদ**
১. ওমরাহর ইহরাম (ফরজ)	হজ ও ওমরাহর ইহরাম (ফরজ)	হজের ইহরাম (ফরজ)
২. ওমরাহর তাওয়াফ (ফরজ)	ওমরাহর তাওয়াফ (ফরজ)	—
৩. ওমরাহর সাঈ (ওয়াজিব)	ওমরাহর সাঈ (ওয়াজিব)	—
৪. —	তাওয়াফে কুদুম (সুন্নত)	তাওয়াফে কুদুম (সুন্নত)
৫. —	সাঈ (ওয়াজিব)	—
৬. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)	—	—
৮ জিলহজ জোহরের নামাজের পূর্ব থেকে		
৭. হজের ইহরাম (ফরজ)	—	—
৮. মিনায় রাতযাপন (সুন্নত)	মিনায় রাতযাপন (সুন্নত)	মিনায় রাতযাপন (সুন্নত)
৯. জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, ফজর নামাজ মিনায় পড়া (সুন্নত)	জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, ফজর নামাজ মিনায় পড়া (সুন্নত)	জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, ফজর নামাজ মিনায় পড়া (সুন্নত)
৯ জিলহজ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত		
১০. আরাফাতে অবস্থান (ফরজ)	আরাফাতে অবস্থান (ফরজ)	আরাফাতে অবস্থান (ফরজ)
আরাফার দিন সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার দিকে রওনা		
১১. মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)	মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)	মুজদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)
১০ জিলহজ		
১২. বড় জামারাকে (শয়তান) পাথর মারা (ওয়াজিব)	বড় জামারাকে (শয়তান) পাথর মারা (ওয়াজিব)	বড় জামারাকে (শয়তান) পাথর মারা (ওয়াজিব)

একনজরে হজ

তামাত্তু	কিরান	ইফরাদ
১৩.দমে শোকর বা কোরবানি করা (ওয়াজিব)	দমে শোকর বা কোরবানি করা (ওয়াজিব)	—
১৪. মাথার চুল পুরো ফেলে দেওয়া বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)	মাথার চুল পুরো ফেলে দেওয়া বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)	মাথার চুল পুরো ফেলে দেওয়া বা চুল খাটো করা (ওয়াজিব)
শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া সবকিছু হালাল হবে		
১৫. তাওয়াফ (ইফাজা বা জিয়ারত) (ফরজ)	তাওয়াফ (ইফাজা বা জিয়ারত) (ফরজ)	তাওয়াফ (ইফাজা বা জিয়ারত) (ফরজ)
সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে		
১৬. সাঈ (ওয়াজিব)	—	সাঈ (ওয়াজিব)
১১-১২ জিলহজ জোহরের সময় থেকে শুরু করে পাথর মারা		
১৭. ১১-১২ তারিখ ছোট, মধ্যম, বড় শয়তানকে পাথর মারা (ওয়াজিব)	১১-১২ তারিখ ছোট, মধ্যম, বড় শয়তানকে পাথর মারা (ওয়াজিব)	১১-১২ তারিখ ছোট, মধ্যম, বড় শয়তানকে পাথর মারা (ওয়াজিব)
১৮. বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)	বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)	বিদায়ী তাওয়াফ (ওয়াজিব)

উল্লেখ্য, ইফরাদ ও কিরান পালনকারী তাওয়াফে কুদুম করবেন। তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে সাঈ করলে তাওয়াফে জিয়ারতের পর আর সাঈ করতে হয় না। তবে কিরান হজকারীদের জন্য তাওয়াফে কুদুমের সঙ্গে সাঈ করা, ইফরাদ হজকারীদের জন্য তাওয়াফে জিয়ারতের সঙ্গে সাঈ করা উত্তম। তামাত্তুকারীরা হজের ইহরামের পর নফল তাওয়াফ করে সাঈ করে নিলে তাওয়াফে জিয়ারত বা ইফাজের সময় আর সাঈ করতে হবে না।

একজন হজযাত্রীর রুটিন

হজযাত্রীরা ৪০ থেকে ৫০ দিন সৌদি আরবে অবস্থান করেন। এর মধ্যে জিলহজ মাসের ৭ থেকে ১২ তারিখ হজের আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ থাকে। আর আছে মদিনায় মসজিদে নববিতে আট দিন ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। বাকি দিনগুলো ইবাদত-বন্দেগি আর স্বাভাবিক জীবনযাপনে কাটে হজ পালনকারীদের।

হজ পালন করতে গিয়ে মক্কা-মদিনায় সাধ্যমতো ইবাদত করা ভালো। একজন হজযাত্রীর রুটিন কেমন হতে পারে। এই লেখায় একটা ধারণা দেওয়া হলো। স্থান, কাল, পাত্রভেদে সুবিধামতো আমলগুলো করার চেষ্টা করবেন। সব নামাজ মক্কায় থাকলে মসজিদুল হারামে আর মদিনায় অবস্থান করলে মসজিদে নববিতে জামাতে নামাজ আদায়ের চেষ্টা করা। এ ছাড়া ইশরাক, চাশত, আউয়াবিন, তাহাজ্জুদ নামাজ ও প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে তাওয়াফ করা, জমজম পানি খাওয়া এবং ঐতিহাসিক স্থানে বেড়াতে যেতে পারেন। এই অভিজ্ঞতাগুলো লিখেও রাখতে পারেন।

ভোররাত : তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়। মক্কা-মদিনায় জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করা। তাওয়াফ করা, জমজম পানি পান, কোরআন তিলাওয়াত করা।

সকাল : জমজমের পানি পান, সকালের নাশতা খাওয়া, ঐতিহাসিক স্থানে বেড়ানো, ব্যক্তিগত কাজ বা বিশ্রাম।

দুপুর : জামাতে জোহরের নামাজ আদায়। জমজমের পানি পান, দুপুরের খাবার খাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া।

বিকেল : জমজমের পানি পান, মক্কা-মদিনায় জামাতে আসরের নামাজ আদায়।

সন্ধ্যা : জামাতে মাগরিবের নামাজ আদায় করা। তাওয়াফ করা, জমজমের পানি পান, কোরআন তিলাওয়াত করা, আল্লাহর জিকির করা।

রাত : মক্কা-মদিনায় জামাতে এশার নামাজ আদায়। তাওয়াফ করা। জমজমের পানি পান, নফল নামাজ আদায়, বিতরের নামাজ আদায় করা। রাতের খাবার খাওয়া। রাতে ঘুমানোর প্রস্তুতি। আল্লাহর জিকির করা।

১০টি পরামর্শ (হজে যেতে চাইলে এসব বিষয়ে জেনে নিন)

১. **সব ধরনের খরচ সম্পর্কে ধারণা রাখা :** টাকা কম-বেশির ভিত্তিতে নয়, প্যাকেজের সুবিধাদি দেখে, শুনে, বুঝে চুক্তি করবেন।

২. **হজ প্যাকেজ :** হজ প্যাকেজ কত দিন, সৌদি আরবে অবস্থানের মেয়াদ কত দিন, কোথায় কত দিন অবস্থান এবং তা কীভাবে, মোয়াল্লেমের অতিরিক্ত সেবা খরচ বিস্তারিত জানতে হবে।

৩. **মক্কা-মদিনায় বাসার অবস্থান :** মক্কায় বাসার ধরন (সমতল বা উঁচুতে) এবং তা কাবা শরিফ থেকে কত দূরে জেনে নিন। মদিনার বাসা মসজিদে নববি থেকে কত দূরে তা জেনে নিন।

৪. **খাবার :** সৌদি আরবে পৌঁছে তিন বেলা খাবার দেওয়া হবে কি না বা বিকল্প ব্যবস্থা কী, তা জানতে হবে।

৫. **কোরবানি :** প্রতারণা এড়াতে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবির কুপন কিনে দেওয়া ভালো।

৬. **মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা :** হজের সফরে প্রচুর হাঁটাচলা করতে হয়। চাইলে যখন-তখন যানবাহন পাওয়া যায় না।

৭. **ফিতরা বা স্থানান্তর :** মক্কার বাসা কাবা শরিফের কাছে-দূরে একাধিকবার বদল করাকে ফিতরা বলে। ফিতরা আছে কি না। হজের আগে না পরে ফিতরা হবে, তা জানতে হবে।

৮. **হজের দিনগুলো :** মিনা, আরাফাতে খাবার, যাতায়াত, মক্কায় তাওয়াফ, সাঈ করতে যাওয়ার বিষয়ে কী ব্যবস্থা এবং মোয়াল্লেম কী কী সুবিধা দেবেন, তা-ও বিস্তারিত জেনে নেবেন।

৯. **হজের নিয়মকানুন জানা :** প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, হজ গাইড সংগ্রহ করে পড়ুন।

১০. **ঘোষিত প্যাকেজ :** সরকার ঘোষিত হজ প্যাকেজের চেয়ে কম টাকায় হজে গেলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গাইডটি বিক্রির জন্য নয়

গত ১৬ বছরে প্রায় ২১ লাখ হজ গাইড দেওয়া হয়েছে

২০০৭ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে

২০২৫ সালে হজ গাইড ছাপা হলো

১ লাখ কপি

প্রথম আলো

প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩ , ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

www.prothomalo.com/**religion**/**islam**

১৭তম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০২৫